স্বামীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম স্ত্রী সহ সন্তান আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গভীর রাতে স্বামীকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে মাথায় দা ঢুকিয়ে রাখলো স্ত্রী। বুধবার দিবাগক রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ৩নং দিগনগর ইউনিয়নের দেবতলা গ্রামের কাঠ ব্যবসায়ী উজ্জল শেখকে (৪০) কুপিয়ে গুরুতর জখম করে তার স্ত্রী মাজেদা বেগম।

ঘটনার পরপরই উজ্জলের সন্তান ও প্রতিবেশীরা মাথায় দা ঢোকানো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে মুমুর্ষ অবস্থায় রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয় বলে পারিবারিক সুত্রে জানা যায়।

এ ঘটনায় শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান ও সেকেন্ড অফিসার মাহফুজুর রহমার বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্ত্রী মাজেদা বেগম ও ছোট ছেলে হৃদয় হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আহত উজ্জল বাহাদুরপুর গ্রামের সাত্তার শেখের ছেলে।

উজ্জল হোসেনের বোন জোসনা খাতুন জানান, তার ভায়ের সাথে মাজেদা বেগমের আনুমানিক ২০ বছরের সংসার। শিশু অবস্থায় মা মারা যাওয়ার পর থেকেই উজ্জল দেবতলা গ্রামে নানীর কাছে বড় হয়েছে। তার দুটি সন্তান। বেশ কয়েক বছর উজ্জলের সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো না। প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে।

ঘটনার রাতে সাড়ে ১২টার দিকে পাশের রুমে ঘুমন্ত অবস্থার দুই সন্তানকে মা মাজেদা বেগম বলে তোর বাবাকে কে যেন খুন করেছে। এর পরপরই দুই সন্তান মাথায় দা ঢোকানো অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে মুমুর্ষ অবস্থায় সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তার অবস্থা আশংকাজনক।

এ ঘটনায় উজ্জলের স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে বলে জোসনা খাতুন জানান।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান বলেন, উপজেলার দেবতলা গ্রামে স্বামীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনায় আহত উজ্জল শেখের স্ত্রী মাজেদা বেগম ও তার এক সন্তানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আলোচনা সভা কেক কাটাসহ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে এ আয়োজন করা হয়।

এ সময় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক আজিজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ, নির্বাহী সম্পাদক সুলতান আল একরাম।

এসময় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভা শেষে কেক কেটে স্মরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু: জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ঝিনাইদহ পাগলা কানাই একাডেমির আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌর সুপার মার্কেট অফিসে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুরসভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদরুদ্দোজা শুভ। আরও উপস্থিত ছিলেন রেড়িও নবগঙ্গা চেয়ারম্যান আরমিজা শিরিন আক্তার এমি,ড.তপন কুমার গাঙ্গুলী ও কাজী পিকু প্রমূখ।

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষে সিও সংস্থার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সিও সংস্থার উদ্যোগে আলোচনা সভা, কেক কাটাসহ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের চাকলাপাড়ার সিও কনভেনশন সেন্টারে এ আয়োজন করা হয়। এ সময় সিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর সমাজ সেবা অফিসার মমিনুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ মিডিয়া হাউজের সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সাংবাদিক

মোস্তফা কামাল, মেহেদি হাসান সবুজ, সোহাগ আলী, সাদ্দাম হোসেন, সুলতান আল একরাম, খাইরুল ইসলাম নিরব।

এসময় সিও সংস্থার সকল কর্মকর্তা কর্মচারিসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভা শেষে কেক কেটে স্মরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে জমকালো আয়োজনে মুজিববর্ষের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে জমকালো আয়োজনের মধ্যে মুজিববর্ষের উদ্বোধন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার রাত ১২ টায় শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে শত মোমবাতি প্রজ্জলন করা হয়। এসময় স্মরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে সেখানে কেক কাটা হয়।

এসময় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। কেক কাটার সময় শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

একই সাথে চলে আতশবাজী প্রদর্শন। রংবেরংয়ের আতশবাজীতে ঝলমল করে পুরো শহর। এর আগে সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এসময় ঝিনাইদহ ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সফিকুল ইসলাম অপুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ, জেলা পরিষদ, সিভিল সার্জন, মাদক দ্রব্য অধীদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, পরিবার পরিকল্পনা, পাসপোর্ট অফিস, জনতা ব্যাংক, সিও সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কসমেটিকস্ ব্যবসায়ীর জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মেইন বাজারে ভোক্তা অধীকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করে দুটি কসমেটিকস্ দোকানে ১২হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুর বাজারে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহঃ পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের নেতৃত্বে বিভিন্ন কসমেটিক দোকানে বাজার তদারকি এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শহরের সিরাজুল ইসলাম সড়কে লিটন ইন্টারপ্রাইজে মেয়াদ উত্তির্ণ এবং নকল কসমেটিক প্রসাধনী মজুদ ও বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা এবং একই অপরাধে প্রাপ্তি ষ্টোর কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে অভিযানের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাজারের অধিকাংশ কসমেটিকের দোকান বন্ধ হয়ে যায়। অভিযানে জেলা ক্যাব সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু ও কোটচাঁদপুর উপজেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর মো: মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই সময় পুলিশের একটি টিম সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার ফাঁদে ফেলে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহে জুলেখার বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহের জুলেখা বেগম নামে এক মহিলার বিরুদ্ধে একাধিক ব্যক্তির নামে বিভিন্ন ধরণের মামলা করে সাধারণ মানুষের হয়রানি ও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় হামদহ এলাকার শেরে বাংলা সড়কের আলিয়া মাদ্রাসার পূর্বপাশে মৃত মফিজ মিয়ার স্ত্রী জুলেখা বেগম তার নিজের দুই ছেলের নামে কোর্টে ৫টি মামলা এবং থানায় ৪টি অভিযোগ ছাড়াও জমি সক্রান্ত, মারামারি ও যৌতুকের মামলাসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ৩০থেকে ৩৫টি মামলার বাদি হয়ে মামলা করার খবর পাওয়া গেছে। কোন কোন মামলা থেকে বড় অংকের টাকা নিয়ে মিমাংশা করার খবরও জানা গেছে। জুলেখার ছেলে মুন্নার নামে যে মামলাটি করেন তার নং ঝিনাইদহ সিআর ৪৩৩/১৪।

এছাড়া একই এলাকার তোফাজ্জেল হোসেন, রাজিব, রাকিব, রামেলা খাতুন এদের নামে সিআর মামলা নং ১০/২০১৮,১১৬২/১২। নাসির মালিতা, ফিরোজ মালিতা, সেলিম মালিতা ও পান্টু মিয়াসহ একাধিক ব্যক্তির নামে সি আর মামলা নং ৪০১/১৬ মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে তাছাড়া নাসির উদ্দীনের নামে অন্য আরও মামলা রয়েছে যার নং সি আর ৫৩৬/২০১৭।

শৈলকুপার নিত্তানন্দপুর সাপখোলা গ্রামের হাসমত আলির বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবাহের কাবিন তৈরী করে খোরপোশ এবং যৌতুকের মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে যার মামলা নং ৪০/১০ঝিনাইদহ পারিবারিক আদালত।

জুলেখা বেগমের ছেলে বলেন আমার মা একজন মামলাবাজ মহিলা সে তার জামাই নাসির উদ্দীন এবং বড় ছেলের ইন্দোনে আমার নামে ৪টি মিথ্যা মামলাসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে মামলা করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। মাসুদের নামে যে মামলা করেছে তার মধ্যে সিআর ৬৩৮/১৯, ৭৫/২০। এছাড়া আমার বাবার বাড়ির শৈলকুপা আশুর হাট এলাকার অধিকাংশ

ব্যক্তির নামে একাধিক মামলা করে হয়রানি করে আসছে।

এমনকি তার নিজের বাড়ি নিজে ভেঙ্গে সতিন এবং সতিনের ছেলে ও জামাইদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে দীর্ঘদিন হয়রানি করে আসছে মামলা নং ঝিনাইদহ পিটিশন ২৯/২০২০। এই মামলাবাজ মহিলার জন্য এলাকাবাসী ও আত্মিয় স্বজন অতিষ্ট।

সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে এই মামলাবাজ মহিলার বিচার দাবি করেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুরে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে চেক বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এসএফএনটিসির অধীন কোটচাঁদপুর আউটার সিগনাল হইতে বড়বামনদাহ শেষ সীমানা জামতলা পর্যন্ত ৭.৫০ সিডলিং কি.মি. সামাজিক বনায়ন। এই বনায়নে সম্পৃক্ত ১’শ ৮৬ জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে বাগানের গাছ বিক্রয়ের লভ্যাংশের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে পৌর শহরের বড়বামনদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে লভ্যাংশের এই চেক বিতরণ অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়।
বন উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মো: ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, উপজেলা বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান, পৌর কাউন্সিলর মো: সোহেল আল-মামুন, ব্যাংক কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন (অবঃ), ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক (অবঃ), সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুস সামাদ, সমিতির অন্যতম সদস্য ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাগানের গাছ বিক্রয়লদ্ধ অর্থের ৫৫% শেয়ার বাগানের সহিত

সম্পৃক্ত ১’শ ৮৬ জন উপকারভোগী প্রতি সদস্যকে ৩ হাজার ৯’শ ১৩ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

মেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহে কলাক্ষেতে মিলল মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার দাদপুর গ্রামের একটি কলাক্ষেত থেকে কেয়া খাতুন (১৫) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত কেয়া খাতুন উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রামের সামাউল হক সামাদের মেয়ে।

এ বছর বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা থেকে জেডিসি পাশ করেছিলেন কেয়া।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে দাদপুর গ্রামে ক্ষেতে কাজ করতে গেলে প্রচন্ড গন্ধ পায় কৃষকেরা। তারা খোঁজ শুরু করলে ক্ষেতের একপাশে মাথার লম্বা চুল ও জুতা দেখতে পান। বিষয়টি পুলিশকে জানায় তারা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মাটি খুঁড়ে কিশোরী কেয়া খাতুনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে।

নিহতের বাবা সামাউল হক সামাদ বলেন, ‘গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিলোচনপুর বাড়ি থেকে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তার মেয়ে নিখোঁজ হয়। এরপর ১ মার্চে থানায় একটি জিডি করি। আজ সকালে খবর পেয়ে দাদপুর গ্রামের মাঠে গিয়ে মেয়ের লাশ দেখতে পাই। মেয়ের মাথার ব্যান্ড ও জুতা দেখে লাশ শনাক্ত করি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে। কি কারণে ও কিভাবে কেয়াকে খুন করে ক্ষেতে ফেলে রাখা হয়েছে জানাতে তদন্ত চলছে।’

পুলিশ ও স্থানীয়া জানান, ‘প্রায় ৪ মাস আগে উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের মনছুর মালিথার ছেলে সাবজেল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় কেয়ার। বিয়ের পর থেকে সে নিজ বাড়িতেই ছিল। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৮ টার দিকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় কেয়া। ’

ঝিনাইদহে সিও এনজিও গ্রহক পিটিয়ে ৫০হাজার টাকায় রফাদফা

ঝিনাইদহে এনজিওর কিস্তির টাকা পরিশোধ না করতে পারার কারনে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পশ্চিম নারায়পুর গ্রামের সামসুলের ছেলে আক্তারুল(২৮) নামে এক ব্যক্তি কে পিটানর অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহের সিও সংস্থার বিরুদ্ধে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অভিযোগের সুত্র থেকে জানা যায় নারায়ন পুর গ্রামের আক্তারুল ইসলাম ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৫৫০ টাকা করে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ করে। তবে গত ২০ দিন যাবত জ্বরে অসুস্থ্য হওয়ার কারনে ২ হাজার টাকা কিস্তি বাকী পড়ে।

এই অবস্থায় গত রবিবার সকাল ১০ টার দিকে সিও এর ঋণ আদায়কারী কর্মী সামছুল ইসলাম কিস্তি নিতে আসলে আক্তারুলের স্ত্রী আদায় কারিকে কাকুতি মিনতি করে বলে যে আমার স্বামী খুব অসুস্থ্য তাই আজ কিস্তি দিতে পারছি না। স্বামী সুস্থ্য হলে অফিসে গিয়ে শেষ ২ হাজার টাকা পরিশোধ করে আসব। কিস্তি না পেয়ে সামছুল ইসলাম ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগালি করতে থাকে। ঘটনা কে কেন্দ্র করে কথা কাটা কাটি করে চলে যেয়ে মোবাইলে ডেকে নিয়ে আসে সিও গান্না অফিসে কর্মরত আরো ৫ জন কে। তারা এসে ১২ টার দিকে বেধড় মার পিট করে আক্তারুল ইসলাম কে।

তাদের হাতে মার খেয়ে আরও অসুস্থ্য হয়ে পড়ে আক্তারুল ইসলাম। তখন

তাকে প্রথমে কালীগঞ্জ হাসপাতাল পরে সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে সর্বশেষ জানা গেছে যে ঘটনাটা অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে মিমাংশা হয়েছে। তবে ভুক্ত ভোগী জানায় যে তারা আমাকে বেধম মারপিট করে এই মর্মে আমি থানায় অভিযোগ করেছিলাম পরে চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি চুপচাপ আছি।

এদিকে নাম ও পদবী, এনজিও, প্রকাশে অনিচ্ছুক এনজিও এক মাঠ কর্মীর সাথে সাংবাদিকদের কথা হলে তিনি বলেন আমরা নিরুপাই। আমাদের লোনের কিস্তির টাকা আদায় করতে না পারলে আমাদের বেতন থেকে টাকা কেটে নিয়ে লোনের কিস্তির টাকা শোধ করা হয়। প্রশ্ন করি কোন এনজিও তিনি বলেন সকল এনজিও ই এই কাজটি করে থাকেন। বললে চাকুরী চলে যাবে।

গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন মালিথার বলেন ঘটনা সত্য। যে কিস্তি আদায় করে সে খুব খারাপ সে মহিলা মানুষ নিয়ে আপত্তিকর কথাও বলেছে। আমাদের এখানকার কলেজের প্রন্সিপাল সিও এনজিওর মালিকের বন্ধু তার সাথে বসে ৫০হাজার টাকায় মিমাংশা হয়েছে।

সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা স্বীকার করে বলেন একটু ভুল বোঝা বোঝি হয়েছিল গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পের আইসি বসে তাহা মিমাংশা করে দিয়েছে।

বেতাই ক্যাম্পের আইসি এস আই হাবিব বলেন তদন্ত করে জানাগেছে মারধরের ঘটনা সত্য। চেয়ারম্যান আর সিওর মালিক এক জায়গায় বসাবসি করে টাকার মাধ্যমে মিমাংশা হয়েছে শুনেছি, আমার কাছে এখনো মিমাংশার কাগজ পায়নাই।

মেপ্র/আরপি